জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.৩৭/২২

অভিযোগকারী - জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বনাম

প্রতিপক্ষ –

ক্রমিক নং	তারিখ	আদেশ	মন্তব্য
০১	২৬/১২/২০২২	গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় **"টাঙ্গাইলের ঘাটাইল, এক ভাটায়ই দিনে পোড়ে ৮ টন কাঠ"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, আইন অনুযায়ী, কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ থাকলেও টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ইটভাটাগুলোতে প্রকাশ্যে কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানো হচ্ছে। আর এসব ইটভাটা সংরক্ষিত বন এলাকার পাশেই গড়ে উঠেছে। এসব ভাটার লাইসেন্স ও পরিবেশ ছাড়পত্র কোনোটাই নেই। এ কারণে বন ও পরিবেশ দুটোই ধ্বংস হচ্ছে। অথচ পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেই। ইটভাটা মালিক সমিতির দেওয়া তথ্য মতে, ঘাটাইল উপজেলায় এ বছর চালু করা ভাটার সংখ্যা ৪৫টি। এর মধ্যে লাইসেন্স রয়েছে মাত্র ১৩টির। বাকি ৩২টি ভাটার কোনো লাইসেন্স নেই। গত গত ২৪ ডিসেম্বর সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ধলাপাড়া এলাকার সোনার বাংলা, বংশাই, ভাই ভাই ও আশিক ব্রিকস, রসুলপুর এলাকার সোনালী, সততা, আকাশ, তিতাস ও যমুনা ব্রিকস, দেউলাবাড়ী এলাকার এমএসএম ও আরএসএম, আনেহলা এলাকার মিশাল ও সিয়াম ব্রিকস, আন্দিপুর এলাকার কেআরবি, লোকেরপাড়ার কনক ও দেওপাড়া এলাকার এমআরটি ব্রিকস প্রকাশ্যে কাঠ দিয়ে ইট পোড়াচ্ছে। এসব ইটভাটা বন এলাকায় হওয়ায় অতি সহজেই জ্বালানি কাঠ মিলছে। ভাটা মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে প্রতি টন কয়লার দাম ২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা। অন্যদিকে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যায় এক টন কাঠ। প্রতি ভাটায় ইট পোড়াতে দিন-রাতে প্রায় সাত থেকে আট টন কাঠের প্রয়োজন হয়। জানা যায়, এসব কাঠের বেশির ভাগই আসে বন থেকে। অথচ আইন অনুযায়ী, জ্বালানি কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর পরও অবাধে চলছে এ কাজ। ঘাটাইলে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫ হাজার ৭১১ একর। পাহাড়িয়া এলাকায় সামাজিক ও সংরক্ষিত বনের প্রচুর গাছ রয়েছে। স্থানীয়রা জানায়, প্রতি রাতেই ট্রাক ভরে বনের কাঠ যায় ইটভাটায়। আর সেই কাঠ দিয়ে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে ইট পোড়ানো হয়। শনিবার দিনের বেলায় রসুলপুর পেচারআটা এলাকার সোনালী ব্রিকসে গিয়ে দেখা যায়, কাঠভর্তি ট্রাক খালাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। এলাকাবাসীর শঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই বন ধ্বংস হয়ে যাবে। **আইন অনুযায়ী ইট পোড়াতে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনী ও নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এক ধরণের অসাধু লোকের তৎপরতায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ফলশ্রুতিতে মানবদেহের জন্য ভয়ানক পরিণতি বয়ে আনে। সংরক্ষিত বন এলাকার পাশে লাইসেন্স ও পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়া কীভাবে ইট ভাটা গড়ে উঠলো এবং বর্তমানেও কীভাবে ভাটাগুলো কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানোর মাধ্যমে তাদের অবৈধ কার্যক্রম চালিযে যাচ্ছে তা কমিশনের নিকট বোধগম্য নয়। এধরণের আইনবিরুদ্ধ কাজের সাথে জড়িতদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন। এমতাবস্থায়, তদন্তপূর্বক এ কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর-কে বলা হল।** **পরবর্তী তারিখ ০৬/০৩/২০২৩ প্রতিবেদনের জন্য।** স্বাক্ষরিত/- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভাপতি বেঞ্চ-১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/অভিযোগ/সুয়োমটো ঢা.৩৭/২২- ৪০২৩ তারিখ: ২৬/১২/২০২২

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সংযুক্তঃ ফর্দ।

২৬/১২/২০২২
(সুস্মিতা পাইক)
উপপরিচালক
ফোন:-০২-৫৫০১৩৭২১